বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির সমন্বয়ে সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাসে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| সভাপতি | : | ড. আহমদ কায়কাউস  সচিব‌, বিদ্যুৎ বিভাগ। |
| তারিখ | : | ৩০/০৯/২০১৮ খ্রিঃ। |
| সময় | : | সকাল ১১.৩০ ঘটিকা। |
| স্থান | : | বিদ্যুৎ ভবনস্থ বিজয় হল। |
| সভায় উপস্থিতির তালিকা | : | পরিশিষ্ট ‘ক’। |

সভাপতি সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (সমন্বয়-৩) বিগত ৩০/০৮/২০১৮ তারিখের সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন। এতে কোন সংশোধনী না থাকায় কার্যবিবরণীটি দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

**আলোচ্যসূচি-০২ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
| বিদ্যুৎ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতাভুক্ত কার্যক্রমের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। | (ক) বিদ্যুৎ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতাভুক্ত কার্যক্রমের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন গত ১৯/০৮/২০১৮ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।  (খ) বিদ্যুৎ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতাভুক্ত কার্যক্রমের ১ম ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে আগামী ১৫ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের মধ্যে প্রেরণের লক্ষ্যে তথ্য-উপাত্ত আগামী ০৪/১০/২০১৮ তারিখের মধ্যে বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করবে। | দপ্তর/সংস্থা/  কোম্পানি  সমন্বয়-৩ এবং পাওয়ার সেল। |

**আলোচ্যসূচি-০৩ ই-ফাইলিং**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
| বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সকল দপ্তর/ সংস্থা/কোম্পানিতে ই-ফাইলিং বিষয়ে সভায় পৃথকভাবে আলোচনা হয়। সভাপতি ই-ফাইলে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির জন্য চেয়ারম্যান, বিউবোসহ সংস্থা/কোম্পানির প্রধানগণকে ধন্যবাদ জানান। তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন যে, দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহ ই-ফাইলে সকল নথি (১০০%) উপস্থাপন, পত্র জারির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। সকল সংস্থা/কোম্পানিকে আবশ্যিকভাবে ইউনিকোড ব্যবহার করতে হবে। | (ক) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিকে ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে সকল নথি উপস্থাপন (১০০টির অধিক) ও জারিকৃত পত্রের পরিসংখ্যান পরবর্তী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে;  (খ) গৃহীত পত্র থেকে ই-ফাইলে নথি সৃজনের শতকরা হার উল্লেখ করতে হবে;  (গ) সংস্থা/কোম্পানির ই-ফাইলিং-এর আওতা বহির্ভূত প্রকল্পসমূহকে ই-ফাইলিং এর আওতায় আনার বিষয়ে এটুআই এর সাথে আলোচনাপূর্বক লিংক স্থাপন করতে হবে। একইভাবে বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে যে সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি অদ্যাবধি লিংক স্থাপন করেনি, তাঁরা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিদ্যুৎ বিভাগকে অবহিত করবে;  (ঘ) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহ আবশ্যিকভাবে ইউনিকোড ব্যবহারপূর্বক তথ্যাদি প্রেরণ করবে। | সকল সংস্থা/  কোম্পানি,  সমন্বয়/প্রশাসন অধিশাখা। |

**আলোচ্যসূচি-০৪** এসএমএস এর মাধ্যমে গ্রাহক সেবা ।

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
| বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান/কোম্পানি/ সংস্থাসমূহকে গ্রাহকদের সঠিক তথ্য ও ই-মেইল সংরক্ষণপূর্বক মোবাইল ফোনে এসএমএস-এর মাধ্যমে এবং ই-মেইলে সকল গ্রাহককে বিল এর তথ্য প্রদান করবে। মোট কতভাগ এবং কতজন গ্রাহক এ সেবার আওতায় এসেছে তার তথ্য নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। শতভাগ গ্রাহককে এ সেবার আওতায় আনতে হবে। সরকারি বাসায় বসবাসরত উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা (গ্রাহক তালিকা) হালনাগাদ করে সঠিক বিদ্যুৎ বিল এসএমএস এবং ই-মেইলে পাঠাতে হবে। এছাড়া বিদ্যুৎ সাশ্রয় সংক্রান্ত শ্লোগান এসএমএস এ অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনা দেয়া হয়।  ডিপিডিসি’র আইসিটি বিভাগের জনবল যৌক্তিকীকরণ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন এবং এ বিষয়ে উপস্থাপনা অতিরিক্ত সচিব (পরিঃ ও নজ্বা) আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করবেন মর্মে জানান। ডিপিডিসি’র আইসিটি বিভাগের জনবল যৌক্তিকীকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করার পূর্বে দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহে প্রেরণ করার নির্দেশনা দেয়া হয়। আইসিটি নির্ভর এ্যাপ্লিকেশন যৌক্তিক পর্যায়ে নেয়ার লক্ষ্যে অতিরিক্ত সচিব (পরিঃ ও নজ্বা)’কে আহ্বায়ক করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহের পরিচালক (প্রশাসন) ও পরিচালক (আইসিটি)-এর সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। | (ক) বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান/কোম্পানি/সংস্থাসমূহ গ্রাহকদের সঠিক তথ্য ও ই-মেইল যাচাইপূর্বক মোবাইল ফোনে এসএমএস-এর মাধ্যমে এবং ই-মেইলে সকল গ্রাহককে বিলের তথ্য প্রদান করবে।  (খ) মোট গ্রাহকের মধ্যে কতভাগ এবং কতজন এ সেবার আওতাভুক্ত হয়েছে তার তথ্য নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। শতভাগ গ্রাহককে এ সেবার আওতায় আনতে হবে।  (গ) সরকারি বাসায় বসবাসরত উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা (গ্রাহক তালিকা) হালনাগাদ করে সঠিক বিদ্যুৎ বিল এসএমএস এবং ই-মেইলে পাঠাতে হবে। এছাড়া বিদ্যুৎ সাশ্রয় সংক্রান্ত শ্লোগান এসএমএস এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;  (ঘ) ডিপিডিসি এর আইসিটি বিভাগের জনবল যৌক্তিকীকরণ সংক্রান্ত একটি উপস্থাপনা অতিরিক্ত সচিব (পরিঃ ও নজ্বা) আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করবেন।  (ঙ) আইসিটি নির্ভর এ্যাপ্লিকেশন যৌক্তিক পর্যায়ে নেয়ার লক্ষ্যে অতিরিক্ত সচিব (পরিঃ ও নজ্বা)কে আহ্বায়ক করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানিসমূহের পরিচালক (প্রশাসন) ও পরিচালক (আইসিটি)-এর সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে এবং কমিটি এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করবে। | সকল সংস্থা/  কোম্পানি, সমন্বয়-৩ এবং পরিকল্পনা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি অনুবিভাগ।    সমন্বয় অনুবিভাগ। |

**আলোচ্যসূচি-০৫ নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
| আবেদন করার ২৮ দিনের মধ্যে উচ্চ চাপের বৈদ্যুতিক সংযোগ এবং ৭ দিনের মধ্যে এলটি সংযোগ প্রদান নিশ্চিত করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি বলেন যে, বিদ্যুতের বৃহৎ গ্রাহকের সংখ্যা বৃদ্ধি না পেলে উৎপাদনক্ষম বিদ্যুৎ অবকাঠামো অব্যবহৃত থেকে যাবে। তিনি বৃহৎ গ্রাহকের সংখ্যা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন। দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিগুলোকে ২৮ দিনের মধ্যে উচ্চ চাপের বৈদ্যুতিক সংযোগ সংক্রান্ত পেন্ডিং আবেদন বিষয়ক তথ্যের সঠিকতা যাচাইপূর্বক পেন্ডিং তালিকা বিদ্যুৎ বিভাগে যথাসময়ে বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ এবং উচ্চ চাপের বৈদ্যুতিক সংযোগ দিতে না পারার কারণসমূহ আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করার জন্য পাওয়ার সেল’কে নির্দেশনা দেয়া হয়। | (ক) ২৮ দিনের মধ্যে উচ্চ চাপের বৈদ্যুতিক সংযোগ সংক্রান্ত পেন্ডিং আবেদন বিষয়ক তথ্যের সঠিকতা যাচাইপূর্বক পেন্ডিং তালিকা বিদ্যুৎ বিভাগে যথাসময়ে বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;  (খ) উচ্চ চাপের বৈদ্যুতিক সংযোগ দিতে না পারার কারণসমূহ আগামী সমন্বয় সভায় পাওয়ার সেল উপস্থাপন করবে। | অতিরিক্ত সচিব  (সমন্বয়)/ পাওয়ার সেল/সকল বিদ্যুৎ বিতরণ  কারী সংস্থা/  কোম্পানি। |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
| স্রেডা হতে প্রাপ্ত নবায়নযোগ্য জ্বালানি এর আওতায় বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক হাউজহোল্ড সংযোগের পরিসংখ্যান নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। ২ কিঃওঃ এর উপরের সংযোগ প্রদানকৃত গ্রাহকের শতকরা কত ভাগ সোলার প্যানেল বর্তমানে চালু আছে সে বিষয়ে বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক কর্তৃক আকস্মিক পরিদর্শন-এ পাওয়া তথ্য নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। অচল সোলার সংযোগগুলো সচলের ব্যবস্থা সংস্থাগুলো গ্রহণ করবে মর্মে সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। নতুন সংযোগ দিতে হলে রাজউক-এর Occupancy Certificate দিতে হবে মর্মে রাজউক এর একটি সার্কূলার নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। এক্ষেত্রে কোন ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে যেভাবে প্লান পাশ হয়েছে সেই ধরণ (ক্যাটাগরী) ঠিক থাকলে সংযোগ দেয়া যেতে পারে মর্মে ঐক্যমত পোষণ করা হয়। সোলার প্যানেল কার্যকর করার কার্যক্রম চেয়ারম্যান, স্রেডা সমন্বয় করবেন মর্মে সভায় আলোচনা হয়। | (জ) স্রেডা নবায়নযোগ্য জ্বালানি এর আওতায় হাউজহোল্ড সংযোগের পরিসংখ্যান ছকে সভায় উপস্থাপন করবে। ২ কিঃওঃ এর উপরের সংযোগ প্রদানকৃত গ্রাহকের শতকরা কত ভাগ সোলার প্যানেল বর্তমানে চালু আছে, সে বিষয়ে বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক, স্রেডা ও সংশ্লিষ্ট কমিটি আকস্মিক পরিদর্শন করে তার প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।  (ঝ) নতুন সংযোগ নিতে হলে কোন ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে যেভাবে প্লান পাশ হয়েছে সেই ধরণ (ক্যাটাগরী) ঠিক থাকলে সংযোগ দিতে হবে। ডেসকো এর Occupancy Certificate এর জন্য পেন্ডিং ৪৪টি আবেদনের বিষয়ে রাজউক এর মতামত নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।  (চ) ঠিকাদারগণ ও মধ্যস্বত্বভোগীরা যাতে গ্রাহকদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে না পারে, বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থার কর্মকর্তাগণ সে বিষয়ে সজাগ থাকবেন। | স্রেডা/  প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক ও সংশ্লিষ্ট কমিটি। |

**আলোচ্যসূচি-০৬ বিতরণ লাইন হস্তান্তর।**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
| বিদ্যুৎ বিতরণী সংস্থা/কোম্পানিসমূহের বিদ্যুৎ সংযোগ অন্য সংস্থার নির্ধারিত এলাকার মধ্যে হলে তা হস্তান্তরের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। বিদ্যুৎ বিতরণী সকল সংস্থা/কোম্পানিকে প্রস্তুতকৃত দ্বৈত সংযোগের তালিকা নিষ্পত্তি করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। বিদ্যুৎ আইনের ধারা উল্লেখ করে সার্কুলার জারি করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। মুক্তারপুরের ন্যায় বাপবিবো’র প্রত্যন্ত এলাকায় যেখানে কাছাকাছি অন্য সংস্থার লাইন আছে, সেখানে বাপবিবোর অনুমতি নিয়ে অন্য সংস্থা সংযোগ দিতে পারবে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। | (ক) বিদ্যুৎ বিতরণী সকল সংস্থা/কোম্পানিকে আগামী ১ মাসের মধ্যে নিজ নিজ অধিক্ষেত্র বহির্ভূত বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। যেখানে হস্তান্তরে সমস্যা হচ্ছে সেখানে হস্তান্তরের নতুন কৌশল নির্ধারণ করতে হবে।  (খ) বর্তমানে বাপবিবো এর সাথে অন্য সংস্থার সীমানা পুনঃনির্ধারণ-এর প্রয়োজন আছে কিনা সংস্থাগুলো আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করবে।  (গ) প্রত্যন্ত এলাকায় যেখানে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থার লাইন নাই বা লাইন নির্মাণের পরিকল্পনা নাই এরূপ এলাকায় সংশ্লিষ্ট সংস্থার অনুমতি নিয়ে অন্য সংস্থা সংযোগ দিতে পারবে। | অতিরিক্ত সচিব  (সমন্বয়) সকল বিদ্যুৎ বিতরণ  কারী সংস্থা/  কোম্পানি |

**আলোচ্যসূচি-০৭ মন্ত্রিসভা-বৈঠক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
| মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ই-টেন্ডারিং বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। আগস্ট ২০১৮ মাসে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি হতে প্রাপ্ত APP-তে অন্তর্ভুক্ত এবং বাস্তবায়িত ই-টেন্ডার এর সংখ্যা নিয়ে সভায় আলোচনা হয়।  স্রেডা এবং বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শককে ই-টেন্ডারিং করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিতে ই-টেন্ডারিং বৃদ্ধি করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। | (ক) ই-টেন্ডারিং এর তথ্য সকল দপ্তর/ সংস্থা/কোম্পানি নির্ধারিত ছকে প্রতিমাসের ৭ (সাত) তারিখের মধ্যে বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করবে। | (ক) দপ্তর/  সংস্থা/  কোম্পানি। |

**আলোচ্যসুচি-০৮ সিস্টেম লস**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
| (ক) বিভিন্ন সংস্থা/কোম্পানির সিস্টেম লস সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, আগস্ট ২০১৮ মাসে বিদ্যুৎ বিতরণী সংস্থা/কোম্পানিসমূহের সিস্টেম লসের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরিত বিদ্যুৎ বিতরণী সংস্থা/কোম্পানিসমূহের সিস্টেম লস সংক্রান্ত পরিসংখ্যানে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন অনেক কম হওয়ায় এর যৌক্তিকতা নিরুপণপূর্বক প্রতিবেদন আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। | (ক) বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরিত বিদ্যুৎ বিতরণী সংস্থা/কোম্পানিসমূহের সিস্টেম লস সংক্রান্ত পরিসংখ্যানে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন অনেক কম হওয়ায় এর যৌক্তিকতা নিরুপণপূর্বক প্রতিবেদন আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করবে। | (ক)  সকল সংস্থা/  কোম্পানি। |

**আলোচ্যসূচি-৯ বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
| ক) প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়,**বিদ্যুৎ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদেরকে সংস্থার বকেয়া আদায়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে লিয়াজোঁ করার জন্য নিয়োজিত করায় বকেয়া আদায় ত্বরান্বিত হয়েছে। সংস্থাসমূহের আগস্ট ২০১৮ মাসে** বিউবো, ওজোপাডিকো ও নেসকো বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি। বিউবো, ওজোপাডিকো ও নেসকো’কে বকেয়া আদায়ের বিষয়ে আরো সচেষ্ট হওয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।  খ) যে সকল বিদ্যুৎ বিতরণী সংস্থা বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে তাদের প্রেরিত পরিসংখ্যানের সঠিকতা যাচাই করার জন্য সমন্বয়-২ অধিশাখা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।  গ) বিদ্যুৎ বিতরণী সংস্থাগুলো বাপবিবো এর অনুকরণে Disconnection for Non Payment Team গঠন করে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের মাধ্যমে বকেয়া আদায়ে তৎপর হতে সংস্থাগুলোকে নির্দেশনা দেয়া হয়। সরকারি দপ্তরের বকেয়া বিদ্যুৎ বিল কিভাবে আদায় করা যায় তা পরীক্ষা করে প্রতিবেদন প্রণয়ন করে বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণের পরামর্শ দেয়া হয়।  ঘ) গ্রাহকদের নুন্যতম বিল প্রথা বাতিল করা হয়েছে। ফলে একটি সংযোগের জায়গায় একাধিক মিটার সংযোগের আবেদন বৃদ্ধি পেতে পারে। সেই বিষয়ে সজাগ থাকতে পরামর্শ দেয়া হয়।  ঙ) বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থাসমূহেরযেসকল গ্রাহককে খুজে পাওয়া যাচ্ছে না তাদের বকেয়া নিরুপনের জন্য সংস্থাগুলো স্ব স্ব কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে Write off-এর উদ্যোগ নিতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। বিদ্যুৎ লাইন সংলগ্ন গাছের ডাল-পালা পরিস্কার করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। ইতঃপূর্বে মাঠপর্যায়ের অফিসগুলোকে সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার বকেয়া আদায়ের জন্য সচেষ্ট থাকার পরামর্শ দেয়া হয়। | (**ক) সকল বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা/কোম্পানিকে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও বকেয়া আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।** বিউবো, ওজোপাডিকো ও নেসকো’কে বকেয়া আদায়ের বিষয়ে আরো সচেষ্ট হওয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।  (**খ)** বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকারী বিদ্যুৎ বিতরণী সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত পরিসংখ্যানের সঠিকতা যাচাই করার জন্য সমন্বয়-২ অধিশাখা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।  (**গ) বিদ্যুৎ বিতরণী সংস্থাগুলোকে বাপবিবো এর অনুকরণে** Disconnection for Non Payment Team **গঠনপূর্বক সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের মাধ্যমে বকেয়া আদায়ে তৎপর হতে হবে। সরকারি দপ্তরের বকেয়া বিদ্যুৎ বিল কীভাবে আদায় করা যায় তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য গঠিত কমিটি কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক প্রতিবেদন দিবে।**  **(ঘ) গ্রাহকদের নুন্যতম বিল প্রথা বাতিল করা হয়েছে বিধায় একটি সংযোগের জায়গায় একাধিক মিটার সংযোগের আবেদন বৃদ্ধি পেতে পারে। সেই বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে।**  (**ঙ) বিউবো, পবিবো, ডিপিডিসি, ডেসকো ওজোপাডিকো এবং নেসকো এর যেসকল গ্রাহককে খুজে পাওয়া যাচ্ছে না, তাদের বকেয়া নিষ্পত্তির জন্য সংস্থাসমূহ** স্ব-স্ব **কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে** Write off-**এর উদ্যোগ নিতে পারে।**  **সরকারি/আধাসরকারি/**স্বায়ত্তশাসিত **সংস্থার বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সচেষ্ট হবেন;** | অতিরিক্ত  সচিব (সমন্বয়)  /যুগ্ম-সচিব  (কোঃএ্যাঃ),  বিদ্যুৎ বিভাগ, |

**আলোচ্যসূচি-৯(ক) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির মোবাইল কোর্ট পরিচালনার তথ্য।**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
| সকল বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা/কোম্পানি হতে আগস্ট ২০১৮ মাসের মোবাইল কোর্ট পরিচালনার তথ্য পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, ডিপিডিসি ব্যতীত সকল সংস্থা/কোম্পানি বিবেচ্য মাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও বিদ্যুৎ মামলা বিষয়ে বিউবো ও কোম্পানিসমূহে কর্মরত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ে বিদ্যুৎ বিভাগে সভা করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। কোন ক্ষেত্রে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের এর প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে রিকুইজিশন দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটদের নিতে সভায় পরামর্শ দেয়া হয়। বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ পাশ হওয়ায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন বাধা আছে কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে বিদ্যুৎ বিভাগের বিধি ও পলিসি শাখাকে নির্দেশনা দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে মোবাইল কোর্ট-এর পরিবর্তে টাস্কফোর্সের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। | (ক) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা এবং কোম্পানিসমূহে কর্মরত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ে একটি সমন্বয় সভা করবেন।  (খ) টাস্কফোর্স এর মাধ্যমে বকেয়া আদায়/সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) |

**আলোচ্যসূচি-৯(খ) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ।**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ‌‌আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
| বিদ্যুৎবিতরণকারি সংস্থা/কোম্পানি হতে আগস্ট ২০১৮ মাসের অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তথ্য পাওয়া গিয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে,বিবেচ্য মাসে সকল সংস্থা/কোম্পানি কিছু অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে। সংস্থা/ কোম্পানিগুলোকে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের কার্যক্রম আরো জোরদার করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। | (ক) সকল সংস্থা/কোম্পানি অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের কার্যক্রম আরো জোরদার করবে এবং অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নের তথ্যসহ বকেয়া আদায়ের তথ্য বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করবে। | সকল সংস্থা/  কোম্পানি। |

**আলোচ্যসূচি-১০ আন্তঃসংস্থা দেনা-পাওনা**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
| আন্তঃসংস্থাদেনা-পাওনা সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনান্তে আন্তঃসংস্থা দেনা-পাওনা হ্রাস করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিউবো এর সব পাওনা পরিশোধ করার জন্য ডিপিডিসিকে ধন্যবাদ দেয়া হয়। বিউবো এবং নেসকো এর দেনা-পাওনা নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। ইউনিফাইড মিটারিং এর বিল বিউবোকে পরিশোধ করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। | (ক) আন্তঃসংস্থা দেনা-পাওনা হ্রাস করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। পাওয়ার সেল বর্ণিত ছকটি নিয়মিত হালনাগাদ করবে।  (খ) বিউবো ও নেসকো যৌথভাবে পর্যালোচনা করে তাদের দেনা-পাওনার বিষয়ে একটি প্রতিবেদন দিবে।  (ঘ) ইউনিফাইড মিটারিং এর বিল বিউবোকে পরিশোধ করতে হবে। | অতিরিক্ত সচিব (প্রশা:)/  যুগ্ম-সচিব (কোঃএ্যাঃ)  পাওয়ার সেল,  বিদ্যুৎ বিভাগ/  সংস্থা/কোম্পানি |

**আলোচ্যসূচি-১১ KPI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
| সভায় বিদ্যুৎ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ KPI**-**ভুক্তকরণের বিষয়ে প্রতিমাসে রিভিউ করার পরামর্শ দেয়া হয়। KPI**-**সমূহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা বিধায় বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সকল সংস্থা/কোম্পানি আগামী ৩ সপ্তাহের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের নিয়ে নিরাপত্তার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে করণীয় নির্ধারণ করবে এবং সেই সাথে KPI**-**সমূহের নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যবিরবণীর অনুলিপি বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করে তাদের করণীয় সম্পর্কে বিদ্যুৎ বিভাগকে অবহিত করার নির্দেশনা দেয়া হয়।  KPI**-**ভুক্ত হয়েছে কিন্ত সেনাবাহিনী নিয়োগ করা হয়নি এইরূপ KPI-এ সেনা নিয়োগের জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগের মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে পত্র দেয়ার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির কেপিআইভুক্ত স্থাপনার তথ্যাদি আলাদা আলাদাভাবে সভায় উপস্থাপন করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। কেপিআই তালিকাভুক্তির লক্ষ্যে প্রক্রিয়াধীন স্থাপনার বিষয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরাপত্তা বিষয়ে আলোচনার জন্য দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানিসমূহের প্রধানদের সাথে একটি সভা করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাভুক্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান (KPI)-এর নিরাপত্তা বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। প্রতিটি সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক প্রতিমাসে নিরাপত্তা বিষয়ক প্রতিবেদন দেয়ার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।  মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৩০/০৭/২০১৮ তারিখে বিভিন্ন বিভাগ/সংস্থার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে একটি উচ্চ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। | (ক) বিদ্যুৎ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ KPI ভুক্তকরণের বিষয় প্রতিমাসে রিভিউ করতে হবে।বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সকল সংস্থা/কোম্পানি আগামী ৩ সপ্তাহের মধ্যে মাঠপর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের নিয়ে নিরাপত্তার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে করণীয় নির্ধারণপূর্বকKPI**-**সমূহের নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যবিরবণীর অনুলিপি বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করে তাদের করণীয় সম্পর্কে বিদ্যুৎ বিভাগকে অবহিত করবে।    (খ) KPI ভুক্ত হয়েছে, কিন্ত সেনাবাহিনী নিয়োগ করা হয়নি, এইরূপ KPI-এ সেনা নিয়োগের জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগের মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে পত্র দিতে হবে।  (গ) বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানির কেপিআইভুক্ত স্থাপনার তথ্যাদি আলাদা আলাদাভাবে সভায় উপস্থাপন করতে হবে। কেপিআই তালিকাভুক্তির লক্ষ্যে প্রক্রিয়াধীন স্থাপনার বিষয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।  (ঘ) গোয়েন্দা সংস্থা,আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিনিধি সমন্বয়ে টিম গঠন করে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা,এ্যাসেসমেন্ট প্রণয়ন করতে হবে। প্রতিটি সংস্থা/ কোম্পানি প্রতিমাসে নিরাপত্তা বিষয়ক প্রতিবেদন দিবে।  (ঙ) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৩০/০৭/২০১৮ তারিখে বিভিন্ন বিভাগ/সংস্থার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। | অতিরিক্ত সচিব (প্রশা:)/  যুগ্ম-সচিব (কোঃএ্যাঃ)  ডিজি ,পাওয়ার সেল,  বিদ্যুৎ বিভাগ/  সংস্থা/  কোম্পানি |

**আলোচ্যসূচি-১২ ওভারলোডেড ট্রান্সফর্মার।**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
| (ক) গত সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সংস্থা/কোম্পানি হতে প্রাপ্ত ওভারলোডেড এবং পুড়ে যাওয়া ট্রান্স  ফর্মারের শতকরা হার নিম্নরূপঃ   |  |  |  | | --- | --- | --- | | সংস্থা/কোম্পানি | গত মাসের তুলনায় ওভারলোডেড ট্রান্সফর্মারের শতকরা হার | গত মাসের তুলনায় পুড়ে যাওয়া ট্রান্সফর্মারের শতকরা হার | | বিউবো | -০.৩৯ | -২৫.০ | | পবিবো | ৩৫.০৫ | -১৯.০ | | ডিপিডিসি | -১৮.১৮ | -৩২.০ | | ডেসকো | ২০.০০ | -৪১.০ | | ওজোপাডিকো | ২০.০০ | -২৯.০ | | নেসকো | ১৭০ | ৫০.০ |   ওভারলোডেড ট্রান্সফর্মার পরিবর্তনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। ট্রান্সফর্মার পুড়ে যাওয়া রোধ করার উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে জারিকৃত পরিপত্রের নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। কারও অবহেলার জন্য ট্রান্সফর্মার পুড়ে গেলে তার কারণ নির্ণয় ও দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংস্থা/কোম্পানি প্রধানকে নির্দেশনা দেয়া হয়। Standard Specification অনুযায়ী ট্রান্সফর্মার ক্রয় করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। ডিপিডিসি’র অব্যবহৃত ট্রান্সফর্মার পবিবো’কে প্রদানের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। | (ক) ওভারলোডেড ট্রান্সফর্মারের পরিমান কমাতে হবে।  (খ) ট্রান্সফর্মার পুড়ে যাওয়া রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।  (গ) ওভারলোডেড এবং পুড়ে যাওয়া ট্রান্সফর্মারের শতকরা হার উল্লেখ করতে হবে।  (ঘ) সকল সংস্থা/ কোম্পানি সিস্টেম ওভারলোডের তথ্য সভায় উপস্থাপন করবে। | সংশ্লিষ্ট  সকল সংস্থা/  কোম্পানি/  পাওয়ার  সেল/  সংশ্লিষ্ট  কমিটি। |

**আলোচ্যসূচিঃ ১৩ পেন্ডিং তালিকা**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
| বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির পেন্ডিং পত্রের তালিকার বিষয়ে আলোচনা হয়।তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি হতে বিদ্যুৎ বিভাগে ও বিদ্যুৎ বিভাগ হতে দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানিতে প্রেরিত পেন্ডিং পত্রের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি হতে বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরিত পেন্ডিং পত্রের তালিকা সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্তি হিসেবে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া।উলন এর ডিপিডিসি ও পিজিসিবি এর সাব-স্টেশন হস্তান্তরের বিষয়টি সমাধান করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। প্রতি মাসে পরামর্শক কমিটির সভা আহবান করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। | (ক) সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি হতে বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরিত পত্রের পেন্ডিং তালিকা ও বিদ্যুৎ বিভাগের শাখা/ অধিশাখা হতে আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থা/কোম্পানিতে প্রেরিত পত্রের পেন্ডিং তালিকা হালনাগাদ করে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।  (খ) উলন এর ডিপিডিসি ও পিজিসিবি সাব-স্টেশন হস্তান্তরের বিষয়টি সমাধান করতে হবে।  (গ) প্রতি মাসে পরামর্শক কমিটির সভা আহবান করতে হবে। | সংশ্লিষ্ট সকল শাখা/  অধিশাখা,  বিদ্যুৎ  বিভাগ  এবং দপ্তর/সংস্থা/  কোম্পানি |

**আলোচ্যসূচি-১৪ বিদ্যুৎ সাশ্রয়**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
| (ক) আলোচনান্তে সকল দপ্তর/সংস্থা কে নিজস্ব অফিস/স্থাপনাসমূহে সোলার প্যানেল স্থাপন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন নিয়মিত বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।  (খ) লোড পরিমাপ ও লোড বরাদ্দের তথ্য যাচাইয়ের জন্য গঠিত টেকনিক্যাল কমিটিকে বছরের মার্চ,মে,জুলাই ও অক্টোবর মাসে লোড পরিমাপ করার জন্য এবং যাচাই শেষে প্রতিবেদন প্রদান করার জন্য নির্দেশনা দেয়া আছে। উক্ত বিষয় নিয়ে সভায় আলোচনা হয়।  (গ) বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে নতুন পদ্ধতি ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাওয়ার সেলকে নির্দেশনা দেয়া হয়।  (ঘ) দেশে ব্যাটারি চালিত যানবাহনের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বিবেচনা করে বিদ্যুৎ বিতরণকারি সংস্থা কর্তৃক বৈদ্যুতিক চার্জিং স্টেশন স্থাপন ও পরিচালনার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। | (ক) সকল দপ্তর/ সংস্থা নিজস্ব অফিস/ স্থাপনাসমূহে সোলার প্যানেল স্থাপন কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন নিয়মিত বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করবে।  (খ) লোড পরিমাপ ও লোড বরাদ্দের তথ্য যাচাইয়ের জন্য গঠিত টেকনিক্যাল কমিটি বছরের মার্চ, মে, জুলাই ও অক্টোবর মাসে লোড পরিমাপ করবে এবং যাচাই শেষে প্রতিবেদন প্রদান করবে।  (গ) পাওয়ার সেল বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে নতুন পদ্ধতি ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। স্রেডাসহ সোলার প্যানেল স্থাপনকারী সংস্থাসমূহ তাদের কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিদর্শন করিয়ে পরিদর্শনের সংখ্যা ও কি পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে এবং কতগুলি সংযোগ প্রদান করা হয়েছে তার তথ্য সরবরাহ করবে।  (ঘ) বিদ্যুৎ বিতরণকারি সংস্থাগুলো প্রত্যেকে ৫টি করে বৈদ্যুতিক চার্জিং স্টেশন স্থাপন/পরিচালনা করবে। | সকল দপ্তর/  সংস্থা/ কোম্পানি এবং  পাওয়ার সেল। |

**আলোচ্যসূচি-১৫ পরিদর্শন ও গণশুনানী**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
| (ক) আগস্ট ২০১৮ মাসে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে,সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি প্রধান তাঁর আওতাধীন প্রান্তিক অফিস পরিদর্শন করেছেন। সভায় সকল সংস্থা প্রধানকে তাঁর আওতাধীন অফিস পরিদর্শন কার্যক্রম বৃদ্ধি করার ও তাঁর আওতাধীন কর্মকর্তাদের প্রান্তিক অফিস পরিদর্শন করার বিষয়ে উৎসাহ প্রদানের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। পরিদর্শনের সময় সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সকল বৈদ্যুতিক স্থাপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকলকে নির্দেশনা দেয়া হয়। পরিদর্শনকালে বিভাগীয় প্রধানগণ কর্তৃক পরিদর্শন নোট করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। | (ক) সকল সংস্থা প্রধানকে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ সরবরাহ অফিস ও প্রকল্প পরিদর্শন বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রতিমাসে কমপক্ষে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিদর্শন প্রতিবেদন বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। পরিদর্শনকালে বিভাগীয় প্রধানগণ কর্তৃক পরিদর্শন বইতে পরিদর্শন নোট লিপিবদ্ধ করতে হবে। | সকল দপ্তর/  সংস্থা/‌  কোম্পানি/ পাওয়ার সেল। |

**আলোচ্যসূচি-১৬ বিদ্যুৎ সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে জনমত যাচাই**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
| **(ক) সভায় আলোচনান্তে গ্রাহক সেবা উন্নতকরণের লক্ষ্যে সকল বিতরণ সংস্থা/ কোম্পানিকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। প্রতিটি দপ্তর গ্রাহকগণের বসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। প্রতিটি সংস্থা/কোম্পানিকে তাদের প্রধান কার্যালয়ে একটি করে কমপ্লেইন সেন্টার স্থাপন করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয় এবং কমপ্লেইন সেন্টারে প্রাপ্ত কমপ্লেইন এর তথ্য এবং তা নিষ্পত্তির বিবরণ এ বিভাগে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। বিতরণ অফিসে অভিযোগ করে কেউ প্রতিকার না পেলে গ্রাহকগণ প্রধান কার্যালয়ের কমপ্লেইন সেন্টারে অভিযোগ করতে পারবে। বিদ্যুৎ বিভাগে ও একটি কমপ্লেইন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এ বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা পরিচালনা করতে হবে,যাতে জনগণ বিষয়টি জানতে পারে। সেবা গ্রহীতাদের সেবা সম্পর্কে মতামত প্রদানে ব্যবস্থা সংবলিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা নিয়ে সভায় আলোচনা হয়েছিল। সেবা গ্রহীতাগণ যাতে সেবার মান সম্পর্কে আধুনিক ইলেক্ট্রনিকস/ কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে ব্যাংক এর আধুনিক শাখায় ব্যবহৃত সিস্টেমের আদলে মতামত দিতে পারে সেই ব্যবস্থা ইউটিলিটি সংস্থাসমূহে চালু করার বিষয়ে ইতঃপূর্বে সিদ্ধান্ত হয়েছে। সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইটের কনট্যাক্ট ইনফরমেশন হালনাগাদ করতে পরামর্শ দিয়ে উক্ত তথ্যানুযায়ী গ্রাহক যাতে প্রয়োজনীয় ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।** | (**ক)গ্রাহক সেবা উন্নতকরণের লক্ষ্যে সকল বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রতিটি দপ্তরে গ্রাহকগণের বসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।**  (**খ) প্রতিটি সংস্থা/কোম্পানি তাদের প্রধান কার্যালয়ে একটি করে কমপ্লেইন সেন্টার স্থাপন করবে এবং কমপ্লেইন সেন্টারে প্রাপ্ত অভিযোগের তথ্য ও তা নিষ্পত্তির বিবরণ এ বিভাগে প্রেরণ করবে।**  (**গ)বিদ্যুৎ বিভাগে একটি কমপ্লেইন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে, পাওয়ার সেল এক্ষেত্রে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।**  (**ঘ) সেবা সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত নির্ধারিত ছকে সভায় উপস্থাপন করতে হবে।**  (**ঙ) সেবাগ্রহীতাগণ যাতে সেবার মান সম্পর্কে আধুনিক ইলেক্ট্রনিকস/ কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে মতামত দিতে পারে ইউটিলিটি সংস্থাসমূহ সেই ব্যবস্থা সকল পর্যায়ে চালু করতে উদ্যোগ নিবে।**  (**চ) সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইটের কনটাক্ট ইনফরমেশন এর তথ্যানুযায়ী গ্রাহক যাতে প্রয়োজনীয় ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।** | (**ক**)  **পাওয়ার সেল/সংশ্লিষ্ট সংস্থা/ কোম্পানি।**  (**খ**) **প্রশাসন /সমন্বয় অনুবিভাগ।** |

**আলোচ্যসূচি-১৭ অডিট**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
| আলোচনান্তে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুসারে এ বছর ৫০% অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। বিউবো এর তালিকা থেকে বাদ দেয়া ৭০৫টি আপত্তি নেসকো’কে তালিকাভুক্ত করে নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। পবিবো থেকে পাওয়া ৩২৯টি আপত্তি বিষয়ে ডিপিডিসি ও বাপবিবো কর্তৃক আলোচনা করে নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সংস্থা থেকে যে ডাটা এন্ট্রি দেয়া হয় তা এবং ২০১৫ সালে চালুকৃত অডিট সফট্ওয়্যার সংরক্ষণের বিষয়গুলো নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। | (ক) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রমাপ অনুসারে দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির অন্তত ৫০% অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করতে হবে।  (খ) বিউবো এর তালিকা থেকে বাদ দেয়া ৭০৫টি আপত্তি নেসকো তালিকাভূক্ত করে নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিবে  (গ) পবিবো থেকে পাওয়া ৩২৯টি আপত্তি বিষয়ে ডিপিডিসি ও বাপবিবো কর্তৃক আলোচনা করে নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সংস্থা থেকে সঠিক ডাটা এন্ট্রি দিতে হবে।  (ঘ) অডিট সফট্ওয়্যার সংরক্ষণের বিষয়ে সংস্থাগুলোর সাথে মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।  (ঙ) উপস্থাপিত ছকে বাপবিবো’র অংশে মন্তব্য কলামে ১,৭০৩টি অডিট আপত্তির বিষয়ে বাপবিবো বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত প্রতিবেদন বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করবে। | বিদ্যুৎ  বিভাগ/  দপ্তর/  সংস্থা/  কোম্পানি । |

**আলোচ্যসূচি-১৮ বিভাগীয় মামলা**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
| আলোচনান্তে দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানিতে শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও সুশাসনের জন্য শৃঙ্খলা বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনবোধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয়। তবে নিরপরাধ কেউ যেন হয়রানির শিকার না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য এবং বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। | (ক) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিতে শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও সুশাসনের জন্য শৃঙ্খলা বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় বা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | দপ্তর/সংস্থা/  কোম্পানি। |

**আলোচ্যসূচি-১৯ সিভিল স্যুট**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
| আলোচনান্তে সিভিল স্যুটের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাসময়ে যথাযথ আইনী কার্যক্রম গ্রহণে তৎপর থাকার পরামর্শ দেয়া হয় যাতে সংস্থা/কোম্পানির অনুকূলে রায় পাওয়া যায়। যে সকল মামলার রায় হয়েছে সেগুলোর মধ্যে কতটি পক্ষে এবং কতটি বিপক্ষে রায় হয়েছে তার তথ্য প্রেরণ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। যে সকল মামলার রায় বিপক্ষে হয়েছে তা যাচাই করে আপিল বা বিধিমত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। অতি গুরুত্বপূর্ণ ২৭টি মামলা নিয়ে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর সভাপতিত্বে সভা আহবান করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। | (ক) যে সকল মামলার রায় হয়েছে সেগুলোর মধ্যে কতটি পক্ষে এবং কতটি বিপক্ষে রায় হয়েছে, তার তথ্য বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।  (খ) সিভিল স্যুটের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাসময়ে আইনী কার্যক্রম গ্রহণে তৎপর থাকতে হবে যাতে সংস্থা/কোম্পানির অনুকূলে রায় পাওয়া যায়। মামলার বিস্তারিত তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।  (গ) যে সকল মামলার রায় বিপক্ষে হয়েছে তা যাচাই করে আপিলের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।  (ঘ) অতি গুরুত্বপূর্ণ মামলা নিয়ে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর সভাপতিত্বে সভা আহবান করতে হবে। | অতিরিক্ত সচিব(প্রশা:)/যুগ্ম‌-সচিব  (কোঃএ্যাঃ),  বিদ্যুৎ বিভাগ  দপ্তর/সংস্থা/  কোম্পানি। |

**আলোচ্যসূচি-২০ পেনশন কেস**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
| আলোচনান্তে সভায় পেনশন কেস নিষ্পত্তির হারে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। ১ বছরের বেশি পেন্ডিং থাকা পেনশন কেস দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। | দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি পেন্ডিং পেনশন কেসসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করবে। | দপ্তর/  সংস্থা/  কোম্পানি |

**আলোচ্যসূচি-২১ প্রশিক্ষণ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
| সভাপতি কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন,প্রশিক্ষণের ফলে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। তাই প্রমাপ অনুসারে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সভায় সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানিকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ৭০ জনঘন্টা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার নির্দেশনা দেয়া হয়। বিউবোকে প্রকল্প পরিচালকদের প্রশিক্ষণের নিমিত্ত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। | (ক) সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানিকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য প্রস্ততকৃত ৭০ জনঘন্টা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।  (খ) সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি প্রকল্প পরিচালকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের নিমিত্ত কার্যক্রম গ্রহণ করবে।  (গ) সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি সঠিকভাবে ডাটা এন্ট্রি করবে। | সকল দপ্তর/  সংস্থা/  কোম্পানি, বিদ্যুৎ বিভাগ। |

**আলোচ্যসূচি-২২ শূন্যপদ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
| দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির শুন্যপদে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম স্বচ্ছতার সাথে দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। বিদ্যুৎ একটি অত্যাবশ্যকীয় সেবা এবং এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে পূর্বে অনুমোদিত জনবল দ্বারা কার্যক্রম সম্পাদন দুরূহ হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে অনুমোদনের জন্য প্রেরিত জনবল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক হ্রাস করায় কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পাদন করা যাচ্ছে না। একারণে জনবল সংক্রান্ত বিষয়টি রিভিউ এবং প্রকৃত শুন্যপদ যাচাই ও যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর নেতৃত্বে দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি এবং অর্থ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। উক্ত কমিটি জনবলের যৌক্তিকতা এবং প্রকৃত শুন্যপদ যাচাইপূর্বক একটি প্রতিবেদন অর্থ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। | (ক) সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির শুন্যপদে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম স্বচ্ছতার সাথে দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।  (খ) জনবল সংক্রান্ত বিষয়টি রিভিউ এবং প্রকৃত শুন্যপদ যাচাই ও যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর নেতৃত্বে দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি এবং অর্থ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনপূর্বক জনবলের যৌক্তিকতা এবং প্রকৃত শুন্যপদ যাচাইপূর্বক একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে অর্থ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হল। | দপ্তর/সংস্থা  কোম্পানি/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), বিদ্যুৎ বিভাগ। |

**আলোচ্যসূচি-২৩ বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানি গঠন**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
| বর্তমানে একটি কোম্পানি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।  **বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানি গঠনঃ‌**‌‌ বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানি গঠনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এর মাননীয় মেয়রগণের উপস্থিতিতে এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে ১০/১১/২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী’র সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:  (ক) সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক সিটি বর্জ্য নির্দিষ্ট পরিমানে সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান সাপেক্ষে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড আইপিপি ভিত্তিতে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প গ্রহণ করবে। সেক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনসমূহ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মানের জন্য প্রয়োজনীয় জমি বিনামূল্যে প্রদান করবে;  (খ) সিটি কর্পোরেশনসমূহ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে। সেক্ষেত্রে বর্জ্য থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ নিজেরা ব্যবহার বা বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের নিকট গ্রহণযোগ্য মূল্যে বিক্রি করতে পারে;  (গ) জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি বা যৌথ মূলধনী কোম্পানি গঠনের মাধ্যমে বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যেতে পারে; এবং  (ঘ) চট্টগ্রাম,নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সিটি বর্জ্য ফেলার জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং বিদ্যুৎ বিভাগ স্রেডা’র মাধ্যমে প্রয়োজন হলে আনুষঙ্গিক সহায়তা প্রদান করবে।  বর্ণিত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে বিদ্যুৎ বিভাগকে অবহিত করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগসহ টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনসমূহকে পত্র দেয়া হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে বাবিউবো গত ০১/০২/২০১৬ তারিখে জারিকৃত ৩৪৩ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে জানিয়েছে যে, মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ১০/১১/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বাবিউবো এবং সংশ্লিষ্ট ৫টি সিটি কর্পোরেশনের সাথে স্বাক্ষরের লক্ষ্যে খসড়া Memorandum of Understanding (MoU) প্রণয়নপূর্বক গত ২৯/১২/২০১৬ তারিখে সিটি কর্পোরেশনসমূহে প্রেরণ করা হয়। তাছাড়া MoU নিয়ে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনসমূহের সাথে বাবিউবো’র যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে মর্মে জানা যায়। উল্লেখ্য, উপরিল্লিখিত MoU স্বাক্ষরের পরবর্তী কার্যক্রমসমূহ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আলোচ্য ৫টি সিটি কর্পোরেশনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী বরাবর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি ডি.ও পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের সাথে বাবিউবো’র ১টি করে মোট ০২টি MoU স্বাক্ষরের অনুমতি প্রদানের বিষয়ে বাবিউবো হতে বিদ্যুৎ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হলে বিদ্যুৎ বিভাগের ২১/০৮/২০১৭ তারিখে জারিকৃত ২৫৭ নম্বর স্মারকে ০২ টি MoU স্বাক্ষরের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।‌‌ | বর্তমানে কোম্পানি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। | দপ্তর/  সংস্থা/  কোম্পানি। |

**আলোচ্যসূচি-২৪ বিবিধ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
| (**ক) সভায় সংস্থা/কোম্পানিসমূহের** Vendors Agreement/ MoU **স্বাক্ষরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য সভাপতি আহ্বান জানান।**  (**খ) আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনে ১৩২ কেভি সাব-স্টেশন নির্মাণ কাজ এর জন্য পিজিসিবি আগামী মাসে টেন্ডার আহবান করবে মর্মে জানায়।**  (**গ) যুগ্মসচিব (কোম্পানি এ্যাফেয়ার্স), জানান যে, অভিন্ন চাকুরি বিধি কোম্পানি**সমূহ **পূর্ণভাবে অনুসরণ করছে না। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।**  (**ঘ) বৈদ্যুতিক স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তাকল্পে সকল সংস্থাকে সুরক্ষার জন্যআগামী ১ বৎসরের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পরামর্শ দেয়া হয়।**  (**ঙ)** PPA এ Tax exemption benefit **থাকা সত্বেও** NBR **তা না মানার বিষয় সভায় আলোচনা হয় এবং**  (**চ) অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি) জানান যে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা রয়েছে যে. সরকারের গত ১০ বছরের অর্জন তৃণমূল পর্যায়ের জনগণকে অবহিত করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।**  **(ছ) বিদ্যুৎ বিভাগ এবং সংস্থা/কোম্পানির সকল তথ্য প্রদানের জন্য একজন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে।**  **(জ) পিজিসিবিতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ প্রফিটের শেয়ার পাচ্ছেন। এ ব্যবস্থা বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন অন্যান্য কোম্পানিসমূহে প্রচলিত নেই বিধায় এ বিষয়টি সম্মিলিতভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন। এ সংক্রান্ত অসংগতি পরিহার করার জন্য (পরিকল্পনা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি) কোম্পানিসমূহের উপযুক্ত প্রতিনিধিসহ কমিটি গঠন করে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করবেন।** | (ক) বিউবো সংস্থা/কোম্পানিসমূহের Vendors Agreement/MoU স্বাক্ষরের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করবে এবং তালিকা বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করবে।  (খ) আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশনে ১৩২ কেভি সাব-স্টেশন নির্মাণ কাজ পিজিসিবি দ্রুত বাস্তবায়ন করবে।  (গ) বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন কোম্পানিসমূহে অভিন্ন চাকুরি বিধি অনুসরণ করতে হবে।    (ঘ) সকল সংস্থা বৈদ্যুতিক স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তাকল্পে সুরক্ষার জন্য আগামী ১ বৎসরের নিরাপত্তা পরিকল্পনা গ্রহণ করবে।  (ঙ) যে ক্ষেত্রে PPA-তে Tax exemption benefit থাকার কথা বলা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে NBR যাতে Tax আরোপ না করে সেই বিষয় নিরসনে বিদ্যুৎ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) উদ্যোগ গ্রহণ করবেন ।  (চ) **সরকারের গত ১০ বছরে অর্জন তৃণমূল পর্যায়ের জনগণকে অবহিত করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।**  **(ছ)বিদ্যুৎ বিভাগ এবং সংস্থা/কোম্পানির সকল তথ্য প্রদানের জন্য একজন করে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ করে বিদ্যুৎ বিভাগকে অবহিত করবে।**  **(জ) অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি) কোম্পানিসমূহের উপযুক্ত প্রতিনিধিসহ প্রফিট শেয়ারিং সংক্রান্ত কমিটি গঠন করে প্রতিবেদন সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করবেন।** | প্রশাসন/উন্নয়ন/ পরিকল্পনা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি অনুবিভাগ, দ**প্তর/সংস্থা/**  **কোম্পানি,** বিউবো এবং  পিজিসিবি |

২। আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-

তারিখ-০৭/১০/২০১৮

(ড. আহমদ কায়কাউস)

সচিব‌